পলিসি ব্রিফ

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি উত্তরণে করণীয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৬১

নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ' বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন গত ০১ নভেম্বর ২০১৭ প্রকাশ করে*। সমীক্ষাটির বিশ্লেষণে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) জন্যে ত্রাণ, আশ্রয় ও জীবনধারণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক আয়োজিত সহায়তার ব্যবস্থাপনায় সার্বিকভাবে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন: সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত তড়িৎ উদ্যোগ, সার্বিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে জেলা প্রশাসনের প্রশংসনীয় ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর থেকে সরাসরি মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে তদারকি প্রভৃতি। তবে, সামগ্রিকভাবে ত্রাণ, আশ্রয় ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন: রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থানের ঝুঁকি; জাতীয় উন্নয়ন, বিশেষ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব; রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিকাশমান ক্ষমতা কাঠামো ও এর সম্ভাব্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ঝুঁকি; সীমান্ত অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময় ও আশ্রয় গ্রহণের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া; স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ বিভিন্ন সহায়তার অপ্রতুলতা ও প্রদত্ত সহায়তার তদারকির ঘাটতি; পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রভৃতি। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই প্রতিবেদনের ফলাফল অনুযায়ি চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং চলমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনায় টিআইবি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্যে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপিত হলো:

সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশের সরকারের জন্য

১. উদ্ভুত রোহিঙ্গা সমস্যাটি যাতে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ না হয়ে পড়ে সেই লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে বহুমুখী কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে;

২. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয় প্রাক্কলন করে তা নির্বাহে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত প্রাক্কলনে সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে সার্বিক প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগ ও সেবা খাতের ওপর সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে;

৩. রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিকাশমান ক্ষমতা কাঠামোকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং কোনো প্রকার অসামাজিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ঝুঁকিমুলক আঙ্গিকে রূপান্তরের সম্ভাবনা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে;

আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থাসমূহের জন্য

৪. রোহিঙ্গা সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান করলেও এর সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (প্রতিবেশী ভারত ও চীনসহ মায়ানমারের সাথে বিশেষ কূটনৈতিক, ব্যবসা, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে এমন সকল দেশ ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে) এগিয়ে আসতে হবে এবং রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতে মায়ানমারের ওপর সমন্বিত কূটনৈতিক প্রভাব, বিশেষ করে সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞাসহ (targeted sanctions) কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে;

৫. যতদিন পর্যন্ত মায়ানমারের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের ত্রাণ ও অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রমের সকল ব্যয় যৌথ অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে নির্বাহ করতে হবে;

৬. সকল প্রকার আন্তর্জাতিক অর্থ সহায়তা সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে তবে এই সহায়তা অন্য কোনো প্রকার শর্তহীন, বিশেষ করে সুদমুক্ত হতে হবে;

*পুরো প্রতিবেদনটি https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/rohingya/Full_Report(English)_Rohingya_TIB.pdf ওয়েব লিংক-এ পাওয়া যাবে।

ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য

৭. পর্যাপ্ত লোকবল সম্পৃক্ত করে যত দ্রুত সম্ভব সকল রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রচারণা বৃদ্ধি করে প্রয়োজনে উৎসাহ প্রদানের জন্য ত্রাণপ্রাপ্তির সঙ্গে এই নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে;

৮. সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ চাহিদা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ততা ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে;

৯. প্রতিবন্ধী ও অনাথ শিশুদের তালিকা দ্রুত সম্পন্নকরণ এবং তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১০. রোহিঙ্গা গর্ভবতী নারী ও সদ্য প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশুর জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গা পরিবারদের জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে;

১১. সীমান্ত অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে যারা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেছে তাদেরকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২. পুরো প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তদারকি কার্যক্রম সমৃদ্ধতর করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে;

১৩. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইট তৈরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে তা হালনাগাদ করতে হবে;

১৪. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

১৫. পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি রোধ ও তার পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

১৬. রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সীমান্তে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা এবং এই অনুপ্রবেশের সুযোগে মাদক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চোরাচালানের ঝুঁকি প্রতিরোধক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৭. ত্রাণের টোকেন বিতরণে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৮. ক্যাম্প এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (বিশেষ করে রাতে) জোরদার করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh